সংগতি বিধানে পরিবারের ভূমিকা :-

শিশুর সংগতি বিধানে পরিবার যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি তুলে ধরা হল নিম্নরূপ —

(a) **নিরাপত্তাদান** :- এই পরিবেশে শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকলে শিশুর সংগতি বিধান সম্পন্ন হয়। তাই এই পরিবেশে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(b) **পিতা-মাতার মধুর সম্পর্ক** :- পিতা ও মাতার মধুর সম্পর্ক শিশুর সংগতি বিধানে সাহায্য করে। তাই এই পরিবেশে পিতা-মাতার মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকলে শিশুর সংগতি বিধান সম্পন্ন হয়। শিশুর সুস্থ সংগতি বিধানে পরিবারের পিতামাতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভালোবাসা পূর্ণ।

(c) **পিতা-মাতার শিশু মনস্তত্ত্ব জ্ঞান** :- এই পরিবেশে শিশুর পিতা-মাতার শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। শিশুর চাহিদা, আচরণগুলি শিশু মনস্তত্ত্বের নিরিখে বিচার করে পূরণ করা উচিত।

(d) **পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন পরিবেশ** :- এই পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই এই পরিবেশে এই পরিবেশ সবসময় যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সব কাজই যেন নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী হয়।

(e) **খেলার সাথী** :- পিতা-মাতা শিশুর খেলার সাথী হবেন। শিশুদের জন্য উপযুক্ত খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই খেলার মাধ্যমে শিশুর সুস্থ সংগতি বিধানে পিতা-মাতা খেলার সাথী হবেন এবং সাহায্য করবেন।

(f) **পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহিত সু-সম্পর্ক** :- পিতা-মাতা ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য যে সমস্ত সদস্য থাকে তাদের সহিত সু-সম্পর্ক শিশুর সংগতি বিধানে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

সংগতি বিধানে বিদ্যালয়ের ভূমিকা :-

বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুর সংগতি বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে —

ⓐ **নিরাপত্তাদান** :- বিদ্যালয় হল শিশুর দ্বিতীয় গৃহ। গৃহ পরিবেশে যেমন পিতামাতা ও অন্যান্য সদস্য থাকে বিদ্যালয় পরিবেশে তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী থাকেন। বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে পূরণ করেন, স্নেহ, ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলে।

ⓑ **মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিক পাঠক্রম** :- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যে পাঠক্রমটি অনুসৃত করানো বা পড়ানো হবে সেটি অবশ্যই মনোবৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত। তাই সাথে সাথে পঠন পদ্ধতিও হবে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিক তা না হলে শিশুর সংগতি বিধান ব্যাহত হবে।

ⓒ **সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী** :- বিদ্যালয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থী তার চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী সহ পাঠক্রমীক কার্যাবলী গ্রহণ করতে পারে। (শিক্ষা) লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষার্থী যেমন এই সহ পাঠক্রমীক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ⓓ **হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা** :- শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করার সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের করা উচিত। এর মধ্যে দিয়ে শিশুর সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে যা শিশুর সংগতি বিধানে সাহায্য করে।

ⓔ **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় পরিবেশ** :- বিদ্যালয় পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিশুর সুস্থ মানসিকতা গঠনে সাহায্য করে। শ্রেণী কক্ষে ছাত্র সংখ্যা যেন অতিরিক্ত না হয়। শ্রেণীকক্ষ যাতে আলোযুক্ত থাকে, সেই ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্যই নজর রাখবে।

Scanned with CamScanner

(7) **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক:-** শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্ক শিশুর অগ্রগতি বিধানে সাহায্য করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সু-সম্পর্কের যদি অবনতি ঘটে তাহলে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় শিক্ষকের কাছে জানতে সংকোচ বোধ করে, তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কে মনোযোগী হতে হবে।

(8) **স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বা মুক্ত শৃঙ্খলা:-** বিদ্যালয়ে দণ্ডের শাসনের পরিবর্তে মুক্ত শৃঙ্খলা স্থাপনের দিকে জোর দিতে হবে। তাছাড়াও মূল্যায়ন যাতে বস্তুনিষ্ঠ এবং সামগ্রিক হয় সেইজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

❑ অপসংগতি (Maladjustment) ঃ

সংগতির বিপরীত হল অপসংগতি। সংগতি যদি হয় সমাজ সমর্থিত পথে চাহিদা পরিপূরণ তাহলে অপসংগতি হল সমাজ অবাঞ্ছিত পথে চাহিদার পরিপূরণ। একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—অপরের নজর আকর্ষণ করা একটি স্বাভাবিক চাহিদা। পরীক্ষায় ফল ভালো করে অপরের নজর-কাড়া যায়, আবার বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেও অন্যের নজর আকর্ষণ করা যায়। প্রথমটি হল **সংগতিপূর্ণ আচরণ** এবং দ্বিতীয়টি হল **অপসংগতিমূলক আচরণ**। সংগতিপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—**ব্যক্তির চাহিদা, চাহিদাপূরণের ফলে ব্যক্তির মধ্যে তৃপ্তি** এবং **পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সার্থক অভিযোজনমূলক** আচরণ। অপসংগতি বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায়। এদের মধ্যে সাধারণ চাহিদা আছে, কিন্তু চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তারা তৃপ্ত হয় না এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনমূলক আচরণ করতে সক্ষম হয় না।

অপসংগতি কাকে বলে এই প্রসঙ্গে কয়েকজন মনোবিদের সংজ্ঞার উল্লেখ করা যায়।

H. W. Bernard-এর মতে, "Adjustment or Maladjustment is dependent upon the extent to which fundamental needs of human beings are met or on the way it being met." অর্থাৎ সংগতিবিধান বা অপসংগতি নির্ভর করে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের উপায় এবং কীভাবে তা পূরণ হচ্ছে তার ওপর।

Willson এবং ***Miller***-এর মতে, অপসংগতি হল এমন এক আচরণবিধি যা ব্যক্তিকে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে এবং এই আচরণের মূলে আছে ব্যক্তির চাহিদা তৃপ্তির অভাব।

Crow and ***Crow***-এর মতে, যে আচরণের দ্বারা ব্যক্তির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং চাহিদার অতৃপ্তি ঘটতে দেখা যায় তাই হল অপসংগতি।

উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে অপসংগতির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—

(ক) অপসংগতিমূলক আচরণ ব্যক্তিকে সামাজিক উপযোগী করে তুলতে ব্যর্থ হয়।

(খ) অপসংগতি ব্যক্তির জীবন বিকাশকে ব্যাহত করে।

(গ) অপসংগতিপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে সমাজবিরোধী আচরণের প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

(ঘ) অপসংগতির ফলে ব্যক্তির চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়, যার ফলে ব্যক্তির ব্যতিক্রমী আচরণ করে।

Scanned with CamScanner

অপসংগতি বিধানের বৈশিষ্ট্য :- অপসংগতি বিধানের বৈশিষ্ট্য গুলি হল -

(i) অপসংগতিমূলক আচরণ ব্যক্তিকে সমাজের বিপথগামী করে তুলতে সাহায্য করে।

(ii) সুসংগতি বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া হল অপসংগতি বিধান।

(iii) অপসংগতি ব্যক্তির জীবন বিকাশকে ব্যাহত করে।

(iv) অপসংগতি পূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে সমাজ বিরোধী আচরণের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

(v) অপসংগতির ফলে ব্যক্তির চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়, যার ফলে ব্যক্তি ব্যতিক্রমী আচরণ সম্পাদন করে থাকে।